PAPER—III - Sem - IV

কোয়ালো

১. ভারতীয় অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য : ভারতের অর্থনৈতিক

অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে কি বোঝ?

আধুনিক ধারনা অনুযায়ী অর্থনৈতিক উন্নয়ন হল একটি বহুমুখী প্রক্রিয়া যা আর্থিক, সামাজিক ও প্রতিষ্ঠানিক পরিবর্তন ঘটিয়ে অর্থনীতির অগ্রগতি দ্রুততর করে দারিদ্র, বেকারত্ব ও আয় বন্টন বৈষম্যের অবসান ঘটায়। প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর বিভিন্ন মৌলিক চাহিদা ও ইচ্ছাপূরণ করে জনসাধারণের জীবনযাত্রার সামগ্রিক মান ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষণ বা নির্দেশক কি কি?

অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষণ বা নির্দেশকগুলি হল: মোট জাতীয় আয় বৃদ্ধি (খ) মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্ধি জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন

. অনুন্নত অর্থনীতি বা স্বল্পোন্নত অর্থনীতি বলতে কি বোঝ?

→ ভারতের পরিকল্পনা কমিশনের মতে, যে সমস্ত দেশে অব্যবহৃত বা স্বল্প ব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদের পাশাপাশি কর্মহীন বা স্বল্প নিযুক্ত জনসম্পদের (মানবীয় সম্পদের) সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায়, সেই সমস্ত দেশই হল স্বল্পোন্নত বা অনুন্নত দেশ এবং ঐই অর্থনীতিকে বলা হয় স্বল্পোন্নত বা অনুন্নত অর্থনীতি।

. অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত অর্থনীতির মূল বৈশিষ্ট্য কি কি?

→ অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত অর্থনীতির মূল বৈশিষ্ট্য হল: (ক) মাথাপিছু আয়ের স্বল্পতা (খ) কৃষির প্রাধান্য (গ) আয় ও বন্টন সম্পদ বন্টন বৈষম্য (ঘ) বেকারত্বের সমস্যা (ঙ) মূলধনের স্বল্পতা (চ) দ্বৈত অর্থব্যবস্থা।

. উন্নয়নশীল অর্থনীতি বা বিকাশমান অর্থনীতি বলতে কী বোঝ?

→ যে দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের তুলনায় এবং প্রাকৃতিক সম্পদের অনুপাতে মূলধন সৃষ্টির হার কম থাকে বলে দেশটি উন্নয়নের পথে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে চেষ্টা করে, সেই দেশকে উন্নয়নশীল দেশ বা বিকাশমান দেশ বা উন্নয়নশীল অর্থনীতি বলে।

. উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে ভারতীয় অর্থনীতির কিছু লক্ষণ উল্লেখ কর।

→ উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে ভারতীয় অর্থনীতির লক্ষণগুলি হল: (ক) জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি (খ) কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি (গ) মূল ও মূলধনী দ্রব্যের বিকাশ (ঘ) অর্থনৈতিক স্থায়ী মূলধনের প্রসার (ঙ) বাণিজ্য ও আর্থিক ক্ষেত্রের অগ্রগতি।

৭. ভারতীয় অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য কি? (২০১৭, 2018),

→ ভারতীয় অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল: (ক) কৃষির প্রাধান্য (খ) জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয়ের স্বল্পতা (গ) আয় ও সম্পদ বন্টন বৈষম্য (ঘ) বেকারত্বের সমস্যা (ঙ) মূলধনের সমস্যা (চ) দ্বৈত অর্থব্যবস্থা।

পি.ত.

Scanned with CamScanner

৮. ভারতের সেবাক্ষেত্রের অন্তর্গত কয়েকটি কাজের নাম উল্লেখ কর।
→ ভারতের সেবাক্ষেত্রের বা তৃতীয় ক্ষেত্রের অন্তর্গত কাজগুলি হল ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহন, ব্যাঙ্কিং ও বীমা, যোগাযোগ, শিক্ষাদান, চিকিৎসা।

৯. তৃতীয় বিভাগ বলতে কি বোঝ?
→ তৃতীয় ক্ষেত্র বা সেবামূলক ক্ষেত্র বা তৃতীয় বিভাগ বলতে ব্যবসা বাণিজ্য, পরিবহন, ব্যাঙ্কিং ও বীমা, যোগাযোগ, শিক্ষাদান, ও, চিকিৎসা; দ্রব্যমজুর সহ ব্যক্তিগত অসংগঠিত পরিষেবামূলক কাজকে বোঝায়।

১০. সেবাক্ষেত্র বলতে কি বোঝ? ভারতের জাতীয় আয়ে বর্তমানে সেবামূলক ক্ষেত্রের অবদান কত?
→ সেবামূলক ক্ষেত্র বলতে বোঝায় ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহন, ব্যাঙ্কিং ও বীমা, যোগাযোগ, শিক্ষাদান, চিকিৎসা, এবং দ্রব্য মজুতসহ ব্যক্তিগত ও অসংগঠিত পরিষেবা মূলক কাজ।

2009-10 সালে ভারতের স্থূল অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (2004-05 সালের মূল্যের ভিত্তিতে) সেবামূলক ক্ষেত্রের অবদান প্রায় 56.9 শতাংশ।

২. ভারতের জাতীয় আয়: গতি, পরিমাণ, বন্টন ও গঠন

১. জাতীয় আয় বলতে কি বোঝ?
→ কোন দেশে কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে যে পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা সৃষ্টি হয় তার অর্থমূল্যের যোগফলকে জাতীয় আয় বলে।

২. নীট জাতীয় উৎপাদন কি?
→ স্থূল জাতীয় উৎপাদন থেকে ঐ বৎসরে মূলধনের যে ক্ষয়ক্ষতি বা অবক্ষয় হয় তা বাদ দিলে যা পাওয়া যায় তাকে নীট জাতীয় উৎপাদন বলে।

৩. স্থূল অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (GDP) বা মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বলতে কি বোঝ?
→ কোনো দেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক বৎসরে), দেশটির ভৌগলিক সীমানার মধ্যে যে পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা সৃষ্টি হয় তার অর্থমূল্যের যোগফলকে স্থূল অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা স্থূল অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বলে।

৪. প্রকৃত জাতীয় আয় কাকে বলে?
→ কোনো দেশের কোনো নির্দিষ্ট বৎসরের দামস্তরের

Scanned with CamScanner

…রে বিভিন্ন বছরের জাতীয় আয় পরিমাপ করা হলে তাকে স্থির মূল্যের ভিত্তিতে জাতীয় আয় বা প্রকৃত জাতীয় আয় বলে।
জাতীয় আয়ের পরিমাপ কোন কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করে?
→ জাতীয় আয়ের পরিমাণ নির্ধারণকারী বিষয়গুলি হল:—
ক) দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ খ) জনসংখ্যা ও শ্রমশক্তি গ) মূলধন এবং মূলধন গঠন ঘ) সংগঠনগত ও প্রশাসনিক দক্ষতা ঙ) কৃৎকৌশল ও কারিগরী দক্ষতা চ) রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি।
ভারতে জাতীয় আয় পরিমাপের সমস্যাগুলি উল্লেখ কর। (2016
→ ভারতে জাতীয় আয় পরিমাপের সমস্যাগুলি হল:
ক) নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান সংগ্রহ খ) অর্থ বহির্ভূত ক্ষেত্রে উৎপাদনের হিসাব গ) দেশে অবস্থিত বিদেশী প্রতিষ্ঠানের আয় ঘ) জনসাধারণের হিসাব রাখার অভ্যাসের অভাব এবং পরিসংখ্যান সংগ্রহের সময় জনসাধারণের অসহযোগিতা।
7. জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রগত বা উৎসগত গঠন বলতে কি বোঝ।
→ জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রগত বা উৎসগত গঠন বলতে বোঝায় জাতীয় আয়ের কত অংশ কোন ~~ক্ষেত্র~~ ক্ষেত্র থেকে আসছে। সংযুক্ত জাতিসংঘ (UNO) জাতীয় আয় উৎপাদনের উৎস বা ক্ষেত্রগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছে। এই তিনটি ক্ষেত্র হল প্রাথমিক ক্ষেত্র, মাধ্যমিক ক্ষেত্র এবং তৃতীয় ক্ষেত্র বা সেবা ক্ষেত্র।
8. একটি দেশের প্রাথমিক ক্ষেত্র এবং তৃতীয় ক্ষেত্র বা সেবাক্ষেত্র বলতে কী বোঝ? (2022) (2018) (2017)
→ একটি দেশে প্রাথমিক ক্ষেত্র হচ্ছে মূলত কৃষিক্ষেত্র এবং কৃষিক্ষেত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র যেমন বনভূমি, খনিজ উৎপাদন, মৎস চাষ, গবাদি পশুপালন ইত্যাদি। দ্বিতীয় হচ্ছে শিল্প, নির্মাণ কাজ, বিদ্যুৎ, গ্যাস, জল সরবরাহ ইত্যাদি। তৃতীয় ক্ষেত্র বা সেবাক্ষেত্র হচ্ছে ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহন, ব্যাঙ্কিং ও বীমা, যোগাযোগ, শিক্ষাদান, চিকিৎসা, দ্রব্যমজুতসহ ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত পরিষেবামূলক কাজ।
9. ভারতে আয় বন্টনে বৈষম্যের কারণ কি?
→ ভারতে আয় বন্টনে বৈষম্যের কারণগুলি হল:
ক) সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা খ) উত্তরাধিকার আইন গ) প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবন্ধকতা ঘ) মুদ্রাস্ফীতি ঙ) পারিবারিক ও রাজনৈতিক প্রভাব চ) জনসংখ্যা বৃদ্ধি
10. ভারতে আয় বৈষম্য দূরীকরণে গৃহীত সরকারি ব্যবস্থাগুলি উল্লেখ কর।
→ ভারতে আয় বৈষম্য দূরীকরণে গৃহীত সরকারি ব্যবস্থাগুলি হল:

Scanned with CamScanner

ক) ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত জমি পুনর্বণ্টন খ) সরকারি ঋণের প্রসার গ) ন্যূনতম মজুরি আইন প্রবর্তন ঘ) সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা, যেমন শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন ঙ) সুনির্দিষ্ট প্রকল্প চালু, যেমন সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচী (IRDP) ও জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান কর্মসূচী (NREP) ইত্যাদি।

১১. ভারতের জাতীয় আয়ে ক্ষেত্রগত পরিবর্তন কিভাবে হচ্ছে?

→ ভারতের জাতীয় আয়ে প্রাথমিক ক্ষেত্রের অবদান ক্রমাগতভাবে হ্রাস পেয়েছে, প্রাথমিক ক্ষেত্রের অবদানের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি অবদান হল কৃষির। অপরদিকে ভারতের জাতীয় আয়ে মাধ্যমিক ক্ষেত্রের অবদান বৃদ্ধি পেয়েছে ঠিকই কিন্তু এই বৃদ্ধির হার খুবই কম। জাতীয় আয়ে প্রাথমিক ক্ষেত্রের অবদান যে হারে হ্রাস পেয়েছে মাধ্যমিক ক্ষেত্রের অবদান কিন্তু তার থেকে কম হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া পরিকল্পনাকালে ভারতের জাতীয় আয়ে তৃতীয় ক্ষেত্র বা সেবাক্ষেত্রের অবদান শুধু যে বৃদ্ধি পেয়েছে তাই নয়, এই ক্ষেত্রের অবদান দ্বিতীয় ক্ষেত্রের তুলনায় অধিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

১২. ভারতের কোন রাজ্যে মাথাপিছু আয় সব থেকে বেশী?

→ ভারতে 2009-2010 সালে বর্তমান দামে চণ্ডীগড়ে মাথাপিছু আয় সবথেকে বেশী। চণ্ডীগড়ে মাথাপিছু নীট রাজ্যগত অভ্যন্তরীণ উৎপাদন 1,24,743 টাকা।

৩. জনসংখ্যা : তত্ত্ব, নীতি ও নিয়ন্ত্রণ

১. জনসংখ্যার রূপান্তর সংক্রান্ত তত্ত্ব বা জনসংখ্যার স্তর পরিবর্তন তত্ত্বের কটি স্তর আছে এবং কি কি?

→ জনসংখ্যার রূপান্তর সংক্রান্ত তত্ত্ব বা জনসংখ্যার স্তর পরিবর্তন তত্ত্বের তিনটি স্তর আছে। স্তরগুলি হল: প্রথম স্তর অর্থাৎ পশ্চাৎপদ অনুন্নতির স্তর, দ্বিতীয় স্তর অর্থাৎ অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রাথমিক স্তর বা সূচনার স্তর এবং তৃতীয় স্তর বা অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তর।

২. পরিকল্পনাকালে ভারতে দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারন কি? (2018) (2018,

→ পরিকল্পনাকালে ভারতে জনসংখ্যা দ্রুতহারে বৃদ্ধির কারন হল: ক) দেশবিভাগ খ) জন্মহার বৃদ্ধি গ) মৃত্যুহার হ্রাস।

৩. জনবহুল দেশ বা জনাধিক্যের দেশ বলতে কি বোঝ।

→ ম্যালথুসীয় জনসংখ্যা তত্ত্ব অনুসারে যখনই কোনো দেশের উৎপাদিত খাদ্যের পরিমানের সাহায্যে সেই দেশের জনসাধারণের খাদ্যের সংস্থান হয় না তখনই সেই দেশকে জনবহুল দেশ বলে।

Scanned with CamScanner

…রণাকে কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব অনুসারে কোনো দেশের যে পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ ও মূলধন থাকে সেগুলি পূর্ণ সদ্ব্যবহারের জন্য একটি নির্দিষ্ট জনসংখ্যার প্রয়োজন। ঐ নির্দিষ্ট পরিমাণ জনসংখ্যাকে বলা হয় ঐ দেশের কাম্য জনসংখ্যা। কোনো দেশে জনসংখ্যা কাম্য জনসংখ্যা অপেক্ষা বেশি হয় তাহলে এই তত্ত্ব অনুসারী দেশকে জনবহুল দেশ বলে।

… ভারতে দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে কোন কোন দিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করেছে?

→ ভারতের দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি নানা দিক দিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করেছে। যেমন — (ক) খাদ্য ঘাটতির আশঙ্কা। (খ) কৃষির কাঁচামালের যোগান হ্রাস (গ) অনুৎপাদক জনসংখ্যা বৃদ্ধি (ঘ) বেকার সমস্যা (ঙ) শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাসস্থান ইত্যাদি খাতে অতিরিক্ত ব্যয়।

৫. 2001 সালের লোকগণনা অনুযায়ী ভারতের জনসংখ্যা কত?

→ 2001 সালের লোকগণনা অনুযায়ী ভারতের মোট জনসংখ্যা ~~অনুযায়ী~~ হল 102.71 কোটি। 2011 সালের লোকগণনা অনুসারে ভারতের মোট জনসংখ্যা হল 121.0 কোটি। (2014)

৬. জনঘনত্ব বলতে কি বোঝ।

→ একটি দেশের প্রতি বর্গকিলোমিটারে গড়ে কি পরিমাণ লোক স্থায়ীভাবে বসবাস করে তাকে বলা হয় জনবসতির ঘনত্ব বা জনঘনত্ব। 2001 সালে ভারতে জনবসতির ঘনত্ব হল ৩২৫ এবং 2011 সালে ৩৮২।

৭. 1991–2001 দশকে ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কত?

→ 1991–2001 দশকে ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বাৎসরিক গড় বৃদ্ধি হার হল 1.93 শতাংশ। বর্তমানে 2001 থেকে 2011 দশকে এই হার হল 1.76.

৮. জনসংখ্যার বিস্ফোরণ বা জনবিস্ফোরণ বলতে কী বোঝো?

→ ~~১৯৯৯, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, বি.বি ২০০৫, ২০০৬, ২০০৭ ও ২০০৮~~ (2014)

অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রাথমিক স্তরে মৃত্যু হার দ্রুত হ্রাস পায় কিন্তু জন্মহার সেই অনুপাতে হ্রাস পায় না, বেশিই থাকে, ফলে এই স্তরটি হয় দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির স্তর এবং এই স্তরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি নানা সমস্যা সৃষ্টি করে, একেই বলে জনসংখ্যার বিস্ফোরণ এবং এই স্তরকে বলা হয় জনবিস্ফোরণ স্তর।

Scanned with CamScanner

৬. ভারতীয় কৃষি: ভূমি সংস্কার, চাষ ব্যবস্থার সংগঠন এবং নতুন কৃষিকৌশল — সবুজ বিপ্লব

১. ভূমি সংস্কার বলতে কি বোঝ? (2017,

→ প্রাচীন ধারণা অনুসারী ভূমি সংস্কার বলতে সেই সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনকে বোঝানো হয় যার মাধ্যমে ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা প্রকৃত কৃষকদের স্বার্থের অনুকূলে আসে এবং কৃষিজোতের আয়তন এমনভাবে বৃদ্ধি করা হয় যাতে তা লাভজনক হয়ে ওঠে।

আধুনিক ধারণা অনুসারে ভূমি সংস্কার বলতে সেই সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তনকে বোঝায় যার মাধ্যমে ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা প্রকৃত কৃষকদের অনুকূলে আসে এবং জমির ক্ষেত্রে বৃহৎ উৎপাদন ও অতিরিক্ত উৎপাদনের সুবিধা অর্জনের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহ যোগায়।

২. ভারতে ভূমি সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য কি কি? (2015, 2017,

→ (ক) অতীতের কৃষি কাঠামোর জন্য কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পথে যে সমস্ত বাধা আছে, সেই সব বাধা দূর করে দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধির উপযোগী কৃষি কাঠামো গড়ে তোলা।

(খ) কৃষিক্ষেত্রে সমস্ত রকমের অন্যায় ও অবিচারের অবসান ঘটিয়ে সাম্যমূলক সামাজিক পুনর্বিন্যাস প্রক্রিয়া।

৩. ভারতে ভূমি সংস্কার কর্মসূচীর মূল নীতিগুলি কি কি?

→ নীতিগুলি হল: (ক) মধ্যস্বত্বভোগীর বিলোপ সাধন (খ) প্রজাস্বত্ব সংস্কার (গ) জমাজোতের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ (ঘ) জোতের পুনর্বিভাজন ও একত্রীকরণ করে জমির প্রশাসনিক ব্যবস্থার পুনর্গঠন (ঙ) সমবায় চাষ প্রবর্তন (চ) জমি সংক্রান্ত বিবরণী প্রকাশনা।

৩. অধিস্বত্বভোগী কাদের বলে? অধিস্বত্বভোগীদের বিলোপ বলতে কি বোঝ।
→ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থায় জমি চাষ না করেও যারা জমির স্বত্ব ভোগ করে তাদের বলা হয় অধিস্বত্বভোগী। অধিস্বত্বভোগীদের বিলোপ বলতে সরকার ও প্রজাদের মধ্যে মধ্যস্বত্বাধিকারী হিসেবে সুবিধাভোগী ব্যক্তি যাতে না থাকতে পারে সেই ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ। এই ব্যবস্থার ফলে প্রজাদের স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

৫. অপারেশন বর্গা বলতে কি বোঝ?
→অপারেশন বর্গা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমি সংস্কারের এক উল্লেখযোগ্য দিক। 1977 সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর বর্গা বা ভাগচাষের ক্ষেত্রে বর্গাদার বা ভাগচাষীর নাম নথিভুক্তকরণের ব্যবস্থা করে। ব্যাপক হারে বর্গা বা ভাগচাষীর নাম নথিভুক্তকরণের এই অভিযানকেই বলা হয় অপারেশন বর্গা।

৬. বর্গাচাষ বা ভাগচাষ কি?
→জমির মালিক নিজে চাষ না করে জমি চাষ করার স্বত্ব অপরকে দিয়ে জমি চাষ করালে তাকে প্রজাস্বত্ব চাষ ব্যবস্থা বলা হয়। প্রজাস্বত্ব চাষ ব্যবস্থায় জমির মালিক যখন তার জমি চাষ করার স্বত্ব অপরকে দেয় তখন তার বিনিময়ে জমির মালিক খাজনা পেয়ে থাকে। জমির খাজনা অর্থের মাধ্যমে সংগ্রহ হতে পারে, উৎপাদিত ফসলের মাধ্যমেও হতে পারে। এই ধরনের চাষব্যবস্থাকে ভাগচাষ বলা হয়। উৎপাদিত ফসলের মাধ্যমে খাজনা দেওয়ার দুটি পদ্ধতি আছে। একটি হল উৎপাদন যাই হোক না কেন, বছরে নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসল খাজনা হিসেবে জমির মালিককে দিতে হয়। গ্রামাঞ্চলে এটি ঠিকা প্রথা নামে পরিচিত। ফসলের মাধ্যমে খাজনা দেওয়ার অপর পদ্ধতিতে খাজনার পরিমাণ উৎপাদিত ফসলের একটি নির্দিষ্ট অংশ ($\frac{1}{3}$ বা $\frac{1}{2}$) হিসাবে দিতে হয়, গ্রামাঞ্চলে এটি ভাগ প্রথা নামে পরিচিত।

৭. সমবায় চাষ ব্যবস্থা কাকে বলে? (2016,
→সমবায় চাষ ব্যবস্থা বলতে বোঝায় "যৌথ ব্যবস্থাপনায় জমির একত্রীকরণ", ভারতীয় কৃষির প্রেক্ষাপটে জমিতে কৃষকের ব্যক্তিগত মালিকানাকে বজায় রেখে যৌথভাবে কৃষিকাজ পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে সমিতি প্রতিষ্ঠা করাকেই বলে সমবায় চাষ

৮. সেবামূলক সমবায় সমিতি কি?
→যে সমবায় সমিতির মাধ্যমে সেবামূলক কার্যাদি সম্পন্ন হয় তাকে বলে সেবামূলক সমবায়। যেমন সমবায় বিপণন সমিতি, সমবায় ঋণদান সমিতি ইত্যাদি

৯. সবুজ বিপ্লব কাকে বলে? (2014, 2016,
→তত্ত্বগত দিক থেকে বলা যায় আধুনিক কৃষি কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে কোন দেশের সমগ্র অঞ্চলে সমস্ত রকমের ফসলের একর প্রতি উৎপাদনশীলতার কয়েক বছর ধরে ধারাবাহিক বৃদ্ধিকেই সবুজ বিপ্লব বলে, ভারতে নতুন কৃষি কৌশল প্রবর্তনের ফলে 1960 এর দশকের মাঝামাঝি থেকে খাদ্যশস্যের বিশেষত গমের উৎপাদন বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায় এবং কৃষিক্ষেত্রে প্রযুক্তির উত্তোলন পর্ব শুরু হয়। ভারতীয় কৃষির এই দ্রুত পরিবর্তনকে সবুজ বিপ্লব বলা হয়।

Pg-101

১০. উচ্চফলনশীল বীজ কি?
→যে বীজ কম সময়ে জমিতে একক প্রতি অধিক ফসল দেয় তাকে বলা ... বীজ।

১১. ভারতের নতুন কৃষি কৌশলের গৃহীত উপাদানগুলি বা কৌশলগুলি কি?
→ ভারতে প্রবর্তিত নতুন কৃষি কৌশলের গৃহীত উপাদানগুলি হল ঃ
ক) অধিক ফলনশীল বীজের ব্যবহার খ) রাসায়নিক সারের ব্যবহার গ) জলসেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘ) কীটনাশক ঔষধের ব্যবহার ঙ) আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার।
১২. সবুজ বিপ্লবের সুফল ভোগ করেছে এমন দুটি রাজ্যের নাম কি?
→ পাঞ্জাব এবং হরিয়ানা

৭. ভারতীয় কৃষি : কৃষিতে অর্থসংস্থান – কৃষি ঋণ, কৃষি শ্রমিক এবং কৃষি যন্ত্রীকরণ

১. কৃষি ঋণ কাকে বলে? কৃষি ঋণকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় ও কী কী?
→ আর্থনৈতিক দিক থেকে কৃষি ও কৃষি সংক্রান্ত নানা ধরনের কাজের জন্য যে ঋণের প্রয়োজন হয় তাকে কৃষি ঋণ বলে।
ভারতে কৃষিঋণের ধরন বিচার করা হয় – দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে – একটি হল সময়ের ভিত্তিতে ও অপরটি হল ঋণের উদ্দেশ্য।
সময়ের ভিত্তিতে কৃষিঋণকে তিনভাগে ভাগ করা যায় – স্বল্পমেয়াদী ঋণ, মধ্যমেয়াদী ঋণ ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ, আবার উদ্দেশ্য ও ব্যবহারের ভিত্তিতে ভারতের কৃষি ঋণকে তিনভাগে ভাগ করা যায় – উৎপাদনশীল ঋণ, ভোগমুখী ঋণ ও অনুৎপাদনশীল ঋণ।
২. ভারতীয় কৃষিতে স্বল্পমেয়াদী ঋণ কাকে বলে?
→ যে ঋণের সাহায্যে কৃষক তার চলতি মূলধনের অভাব মেটায়, অর্থাৎ বীজ, সার, কীটনাশক ঔষধ ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য কৃষক যে ঋণ গ্রহণ করে, তাকে স্বল্পমেয়াদী ঋণ বলে, স্বল্পমেয়াদী ঋণের সময়সীমা সর্বোচ্চ 15 মাস।
৩. ভারতীয় কৃষিতে মধ্যমেয়াদী ঋণ কাকে বলে?
→ গবাদি পশু ক্রয়, ছোটো যন্ত্রপাতি ক্রয়, যন্ত্রপাতি মেরামত, কূপ সংস্কার, পুকুর সংস্কার ইত্যাদির জন্য কৃষক যে ঋণ গ্রহণ করে তাকে মধ্যমেয়াদী ঋণ বলে। এই ঋণের কার্যসীমা 15 মাস থেকে 5 বছরের মধ্যে থাকে।
৪. ভারতীয় কৃষিতে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ কাকে বলে?
→ চাষের জমি ক্রয়, অনাবাদী জমির উদ্ধার, উন্নত ধরনের কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়, জমির স্থায়ী উন্নতি, নতুন সেচ ব্যবস্থা প্রবর্তন ইত্যাদির জন্য কৃষক যে ঋণ গ্রহণ করে তাকে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ বলে। এই ঋণের কার্যসীমা 5 বছরের বেশি।
৫. ভারতে কৃষি ঋণের মৌলিক সমস্যাগুলি লেখ।
→ সমস্যাগুলি হল : ক) অনুৎপাদনশীল ঋণের প্রাধান্য খ) ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বেশি গ) প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের পরিমাণ কম ঘ) ঋণ প্রদানে বৃহৎ চাষীদের পক্ষপাতিত্ব ঙ) অনাদায়ী ঋণের সমস্যা চ) বিপজ্জনক ঋণের শর্ত।
৬. ভারতে কৃষি ঋণের প্রাতিষ্ঠানিক উৎস কি?
→ উৎসগুলি হল ঃ ~~ক) কৃষকের দারিদ্র খ) কৃষকের অমিতব্যয়িতা গ) জমির~~
~~Pg: 102 মামলা~~ ক) সামাজিক প্রয়োজন খ) কৃষকের আত্মীয়স্বজন
Pg: 102 গ) ব্যবসায়ী ও তাদের প্রতিনিধি ঘ) জমিদার ও জোতদার।

৭. আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক কি?

→ ভারতীয় কৃষকদের ঋণ সরবরাহের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান হল আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক। ১৯৭৫ সালের ২রা অক্টোবর পাঁচটি আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক স্থাপনের উদ্দেশ্য হল গ্রামাঞ্চলে কৃষি ও ব্যবসা বাণিজ্য, অন্যান্য উৎপাদনশীল কাজের উন্নয়নের জন্য মূলত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী, কৃষি শ্রমিক, কারিগর ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ঋণ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রদান করে গ্রামীণ অর্থনীতিকে উন্নত করা।

৮. ভারতের আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলির মূল সমস্যা উল্লেখ কর।

→ (ক) ব্যাঙ্কগুলির সাংগঠনিক ত্রুটি (খ) আমানত বৃদ্ধি আশানুরূপ নয়। (গ) অনাদায়ী ঋণের সমস্যা (ঘ) ঋণ অর্থ ব্যবহারের উপর নিয়ন্ত্রণের অভাব (ঙ) অবাঞ্ছিত রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ।

৯. NABARD কখন ও কেন সৃষ্টি হয়েছিল? (2018)

→ ১৯৮২ সালে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কৃষি ঋণ বিভাগ এবং কৃষি পুনঃ অর্থ সরবরাহ ও উন্নয়ন কর্পোরেশনের সংযুক্তি ঘটিয়ে কৃষি ও গ্রামোন্নয়নের জন্য জাতীয় ব্যাঙ্ক (NABARD) সৃষ্টি করা হয়েছিল। NABARD সৃষ্টি করা হয়েছিল গ্রামাঞ্চলের ঋণ ব্যবস্থাকে সংহতি করতে, ঋণ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় নীতি গ্রহণ করতে, গ্রামাঞ্চলে ঋণ প্রদানকারী বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সংযোগ স্থাপনে সাহায্যকারী ও তদারককারী সংস্থা হিসেবে কাজ করতে, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইত্যাদি ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে।

১০. নাবার্ড এর গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যগুলি লেখ।

→ কৃষি ও গ্রামোন্নয়নের জন্য জাতীয় ব্যাঙ্ক বা নাবার্ড কয়েকটি উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত হয়েছিল। এছাড়া উল্লেখযোগ্য উদ্দেশ্যগুলি হল: (ক) গ্রামাঞ্চলে ঋণব্যবস্থা সংহতি করা (খ) ঋণ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় নীতি গ্রহণ করা (গ) গ্রামাঞ্চলে ঋণ প্রদানকারী বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সংযোগ স্থাপনে সাহায্যকারী ও তদারককারী সংস্থা হিসেবে কাজ করা (ঘ) গবেষণা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ।

১১. ভারতীয় কৃষি শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের জন্য কর্তৃপক্ষ যে সমস্ত বিশেষ কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে তা উল্লেখ কর।

→ কৃষি শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের জন্য যে সকল কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে সেগুলি হল: (ক) জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান কর্মসূচী (NREP) (খ) গ্রামীণ ভূমিহীন কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা কর্মসূচী (RLEGP). (গ) কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা কর্মসূচী (EAS) (ঘ) জওহর গ্রাম সমৃদ্ধি যোজনা (JGSY), (ঙ) সম্পূর্ণ গ্রামীণ রোজগার যোজনা (SGRY) (চ) জাতীয় কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্প (NFW (ছ) জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্প (NREGA)

১২. NABARD এর সম্পূর্ণ রূপ লেখ। (2019)

→ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফর অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন ৩.২। (ক) জনবিস্ফোরণ বলতে কী বোঝায়? [C.U. 2012; W.B.S.U. 2012]
ভারতে জনবিস্ফোরণের জন্য দায়ী বিষয়গুলি আলোচনা কর। [N.B.U. 2005]

(খ) ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতিতে জনবিস্ফোরণের প্রভাব ব্যাখ্যা কর। [K.U. 2010]

উত্তর। জনবিস্ফোরণ (Population Explosion) : জনসংখ্যার আধিক্য কোনও দেশে বিস্ফোরণের (explosion) সৃষ্টি করতে পারে—ম্যালথাস এই সতর্কবাণী করেছিলেন। উন্নয়নের প্রথম পর্যায়ে দেশের জনসংখ্যা দ্রুত হারে বাড়তে থাকলে মাথাপিছু খাদ্যগ্রহণের মাত্রা কমে যায়। এই বিস্ফোরণের প্রধান রূপ হল খাদ্যাভাব—এমনকি দুর্ভিক্ষ, রোগ সংক্রমণ প্রভৃতি; বিশেষ করে দরিদ্র শ্রেণির মধ্যে এটা বেশি প্রতিভাত হয়। এর ফলে অপুষ্টি, অর্ধাহার, অনাহার, অকালমৃত্যু—

Scanned with CamScanner

প্রভৃতি বিস্ফোরণমূলক অবস্থার সৃষ্টি হয় ; এটাকে বলা হল **জনবিস্ফোরণ** (Population explosion)।

জনবিস্ফোরণের জন্য দায়ী কারণগুলির মধ্যে প্রধান হল জনসংখ্যা বৃদ্ধির উঁচু হার। ভারতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচনা হবার পর থেকে মৃত্যুহার ক্রমশ কমে গেছে,—অথচ জন্মহার বিশেষ কমেনি। ভারতে এখনও জনসংখ্যার বাৎসরিক বৃদ্ধি ১.৭ (২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী) শতাংশের উপর। মৃত্যুহার কমে যাওয়ায় (১৯৭১ সালে ভারতীয়দের গড় প্রত্যাশিত আয়ু ছিল ৪৬.৪ বছর ; ২০০১ সালে গড় প্রত্যাশিত আয়ু হয়েছিল ৬১.৭ বছর) এবং জন্মহার সেই অনুপাতে না কমায় ১৯৯১ সালে প্রতি হাজারে জন্মহার ও মৃত্যুহার ছিল যথাক্রমে ৩২.৩ এবং ১১.১ ;২০০১ সালে জন্মহার ও মৃত্যুহার হয়েছিল প্রতি হাজারে যথাক্রমে ৩১.০১ এবং ১০.৯। জন্মহার ও মৃত্যুহারের মধ্যে এই পার্থক্য জনবিস্ফোরণের জন্য দায়ী।

জনবিস্ফোরণের জন্য দায়ী দ্বিতীয় কারণটি হল মাথাপিছু খাদ্যগ্রহণের (Per capita food consumption) উপর চাপ। একদিকে বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য খাদ্যশস্যের পরিবর্ধিত চাহিদা তো আছেই, অপরদিকে অর্থনৈতিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মাথাপিছু আয় বেড়ে যাওয়ায় খাদ্যের জন্য আয়গত স্থিতিস্থাপকতাও (income elasticity of demand for food) বেড়ে গেছে। জনসংখ্যার সার্বিক বৃদ্ধির জন্য মাথাপিছু খাদ্যগ্রহণ কমে গেছে। তাছাড়া দেশের অনেক ক্ষেত্রে খাদ্যাভাব বিশেষভাবে প্রকট হয়েছে, এটা জনবিস্ফোরণেরই পরিচায়ক। তবে ভারতে জনসংখ্যার হার ক্রমশ বেড়ে যাবার ফলে ব্যাপক দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়নি ;তার কারণ হল ভারতে সবুজ বিপ্লবের পর খাদ্যশস্য উৎপাদনের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি।

ভারতে অতীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অত্যন্ত বেশি ছিল,—এর কারণ ছিল, ছেলেমেয়েদের অল্পবয়সে বিবাহ করার বা বিবাহ দেওয়ার প্রবণতা, শিক্ষার অভাব হেতু জন্মনিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব বুঝতে অক্ষমতা, কুসংস্কার হেতু এবং গ্রামাঞ্চলে জমির দখলদারি রাখার জন্য গ্রামবাসীদের মধ্যে সন্তান বৃদ্ধিতে উৎসাহ প্রভৃতি। বর্তমানে শিক্ষার সম্প্রসারণের ফলে পরিবার নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব জনসাধারণ বুঝতে পারায় জন্মহার কমে যাবার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। জনবিস্ফোরণের জন্য জন্মহার বৃদ্ধি যে বিশেষভাবে দায়ী এ ব্যাপারে সাধারণ মানুষের সচেতনতা বাড়ছে।

ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বেকার সমস্যার তীব্রতাও বেড়েছে। এটাও জনবিস্ফোরণের আরেকটি দিক। জনবিস্ফোরণের প্রতিষেধক হিসাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির ব্যবহার, কর্মরত নারী ও পুরুষের সন্তান সৃষ্টির ক্ষেত্রে অনীহা, বিবাহের বয়স গড়ে বৃদ্ধি পেতে থাকা প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে অনেকে মনে করেন, খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সামগ্রিকভাবে কাজের সুযোগ বাড়তে থাকলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হলেও জনবিস্ফোরণের আশঙ্কা কম থাকে।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন ১.৩। ভারতীয় অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তন আলোচনা কর।

উত্তর। ভারতীয় অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তন (Structural changes in the Indian Economy) :

ভারতকে বর্তমানে একেবারে অনগ্রসর অর্থনীতি বলা চলে না ; ভারত বর্তমানে একটি উন্নয়নশীল অর্থনীতি। ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার শুরু থেকে অর্থব্যবস্থার যে সব পরিবর্তন হয়েছে তাতে দেখা যায় যে ভারতীয় অর্থনীতি ক্রমেই উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি : ভারত যে একটি উন্নয়নশীল অর্থব্যবস্থা তার প্রধান লক্ষণ হল বিগত চার দশক ধরে জাতীয় আয়ের ক্রমবৃদ্ধি। জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির অর্থ হল উন্নয়ন হারের বৃদ্ধি। সেই সঙ্গে দেশের সকল বৃদ্ধির হারও যথেষ্ট বেড়েছে। আমরা যদি বিভিন্ন দশকে দেশের উন্নয়ন হার বিশ্লেষণ করি, তবে দেখা যায় যে, আমাদের পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা থেকে উন্নয়ন হার যথেষ্ট পিছিয়ে আছে। অবশ্য প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে (যদিও প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পুরোপুরি পাঁচ বছরের পরিবর্তে সাড়ে চার বছর কার্যকর ছিল) জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রা থেকে খানিকটা বেশি হয়েছিল। এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ঠিকভাবে হয়নি বলেও অনেকে অভিমত পোষণ করেছিলেন। **পঞ্চাশের দশকে প্রতি বছর উন্নয়ন হারের গড় ছিল ৩.৮ শতাংশ। ষাটের দশকে বাৎসরিক উন্নয়নের হারের গড় ছিল ৩.৫ শতাংশ এবং সত্তরের দশকে বাৎসরিক উন্নয়ন হারের গড় ছিল ৩.৪ শতাংশ।** দেখা যাচ্ছে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রথম তিন বছর দেশের উন্নয়ন হার আশাপ্রদ ছিল না। **আশির দশকে অবস্থার যথেষ্ট পরিবর্তন হয় এবং এই দশকে গড় উন্নয়ন**

---

*২০১১ সালে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী মানব উন্নয়ন সূচকের ক্রমপর্যায়ে ১৮৭টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান হয়েছে ১৩৪।

Scanned with CamScanner

পরিকাঠামোর অভাব, প্রভৃতি।

প্রশ্ন ১.৩। ভারতীয় অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তন আলোচনা কর।

উত্তর। ভারতীয় অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তন (Structural changes in the Indian Economy) :

ভারতকে বর্তমানে একেবারে অনগ্রসর অর্থনীতি বলা চলে না ; ভারত বর্তমানে একটি উন্নয়নশীল অর্থনীতি। ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার শুরু থেকে অর্থব্যবস্থার যে-সব পরিবর্তন হয়েছে তাতে দেখা যায় যে ভারতীয় অর্থনীতি ক্রমেই উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি : ভারত যে একটি উন্নয়নশীল অর্থব্যবস্থা তার প্রধান লক্ষণ হল বিগত চার দশক ধরে জাতীয় আয়ের ক্রমবৃদ্ধি। জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির অর্থ হল উন্নয়ন হারের বৃদ্ধি। সেই সঙ্গে দেশের সঞ্চয় বৃদ্ধির হারও যথেষ্ট বেড়েছে। আমরা যদি বিভিন্ন দশকে দেশের উন্নয়ন হার বিবেচনা করি, তবে দেখা যায় যে, আমাদের পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা থেকে উন্নয়ন হার যথেষ্ট পিছিয়ে আছে। অবশ্য প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে (যদিও প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পুরোপুরি পাঁচ বছরের পরিবর্তে সাড়ে চার বছর কার্যকর ছিল) জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রা থেকে খানিকটা বেশি হয়েছিল। এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ঠিকভাবে হয়নি বলেও অনেকে অভিমত পোষণ করেছিলেন। **পঞ্চাশের দশকে প্রতি বছর উন্নয়ন হারের গড় ছিল ৩.৮ শতাংশ। ষাটের দশকে বাৎসরিক উন্নয়নের হারের গড় ছিল ৩.৫ শতাংশ এবং সত্তরের দশকে বাৎসরিক উন্নয়ন হারের গড় ছিল ৩.৪ শতাংশ।** দেখা যাচ্ছে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রথম ত্রিশ বছর দেশের উন্নয়ন হার আশাপ্রদ ছিল না। **আশির দশকে অবস্থার যথেষ্ট পরিবর্তন হয় এবং এই দশকে গড় উন্নয়ন**

---

*২০১১ সালে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী মানব উন্নয়ন সূচকের ক্রমপর্যায়ে ১৮৭টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান হয়েছে ১৩৪।

Scanned with CamScanner

হার হয় ৫.২ শতাংশ। ১৯৫০-৫১ সাল থেকে ১৯৮৮-৮৯ সাল পর্যন্ত দীর্ঘকালীন উন্নয়ন হার ছিল ৩.৭৪ শতাংশ। অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে (১৯৯১-৯২ সাল থেকে ১৯৯৬-৯৭ সাল পর্যন্ত) জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির হার ছিল ৬.৮ শতাংশ। নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জাতীয় আয়ের গড় বৃদ্ধির হার ছিল ৫.৫ শতাংশ (১৯৯৯-২০০০ সালের মূল্যস্তরের ভিত্তিতে)। দশম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (২০০৬-০৭ সাল পর্যন্ত) জাতীয় আয়ের গড় বৃদ্ধি ৭.৬ শতাংশ (২০০৪-০৫ সালের মূল্যস্তরের ভিত্তিতে) হয়েছিল। এর মধ্যে শুধু ২০০৬-০৭ সালেই জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি ৯.২ শতাংশ হয়েছিল। একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ২০০৭-০৮ সালে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি ৯ শতাংশ হলেও ২০০৮-০৯ সালে অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাবে সেটা কমে দাঁড়িয়েছিল ৬.৫ শতাংশ। কিন্তু ২০০৯-১০ এবং ২০১০-১১ সালে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি হয়েছিল যথাক্রমে ৮.৬ শতাংশ এবং ৮.৮ শতাংশ।[১]

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ (Saving and Investment) : ২০০০-২০০১ সালে ভারতে সঞ্চয়-আয়ের অনুপাত ছিল ২৩.৫ শতাংশ। বাজার দরের ভিত্তিতে ২০০৪-০৫ সালে এটা হয়েছিল ৩২.৪ শতাংশ। ২০০৭-০৮ সালে সেটা আরও বেড়ে দাঁড়ায় ৩৬.৮ শতাংশ। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সরকারি সঞ্চয়ের হার ১৯৯৮-৯৯ থেকে ২০০২-০৩ সাল পর্যন্ত ছিল নেতিবাচক (negative)।[২] ২০০৭-০৮ সালে সরকারি সঞ্চয়ের অনুপাত ছিল ৫.০ শতাংশ এবং বেসরকারি সঞ্চয়ের অনুপাত ছিল ৩১.৯ শতাংশ ; তার মধ্যে গৃহস্থ ক্ষেত্রে (household sector) সঞ্চয়ের অনুপাত ছিল ২৩.২ শতাংশ। ভারতে যে সঞ্চয় অনুপাত ইদানীং বেড়েছে তার প্রধান কারণ হল বেসরকারি আর্থিক সঞ্চয় (private financial savings) বৃদ্ধি। চলতি বাজার দরের ভিত্তিতে ২০০৭-০৮ সালে স্থূল বিনিয়োগের (gross investment) অনুপাত হয়েছিল ৩৮.১ শতাংশ এবং এর মধ্যে সরকারি বিনিয়োগের অনুপাত ছিল অভ্যন্তরীণ জাতীয় উৎপাদনের ৮.৯ শতাংশ ও বেসরকারি বিনিয়োগের অনুপাত ছিল ২৮.১ শতাংশ। এক্ষেত্রে আপাতদৃষ্টিতে স্থূল সঞ্চয় ও স্থূল বিনিয়োগের অনুপাতের মধ্যে পার্থক্য কম থাকলেও প্রকৃতপক্ষে একটি ব্যবধান রয়ে গেছে ; কারণ, গৃহস্থ ক্ষেত্রের সঞ্চয়ের (২৪.১ শতাংশ) অনেকটাই বিনিয়োগ করা হয়নি।

২০১১-১২ সালে স্থূল অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের অনুপাত ছিল ৩০.৮ শতাংশ ; এর মধ্যে সরকারি সঞ্চয়ের অনুপাত ছিল ১.৩ শতাংশ এবং বেসরকারি সঞ্চয়ের অনুপাত ছিল ২৯.৫ শতাংশ। বেসরকারি সঞ্চয়ের মধ্যে গৃহস্থ ক্ষেত্রের (household sector) সঞ্চয়ের অনুপাত ছিল ২২.৩ শতাংশ। ২০০৭-০৮ সালে সরকারি ক্ষেত্রে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে ব্যবধান ছিল (–) ৪.৬ শতাংশ ;সরকারি বিনিয়োগের অনুপাত ছিল ৯.১ শতাংশ। বেসরকারি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ (২৮.৫ শতাংশ) অপেক্ষা সঞ্চয় (৩৩.২ শতাংশ) বেশি ছিল ;কারণ গৃহস্থ ক্ষেত্রের অনেকটাই বিনিয়োগ করা হয়নি। দেশের স্থূল অভ্যন্তরীণ মূলধন গঠন (Gross Domestic Capital Formation) ২০১১-১২ সালে ছিল মোট জাতীয় উৎপাদনের ৩৫.০ শতাংশ ; তার মধ্যে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির (Corporate Sector) অবদান ছিল ১০.৬ শতাংশ, গৃহস্থ ক্ষেত্রের অবদান ছিল ১৪.৩ শতাংশ এবং সরকারি ক্ষেত্রের অবদান ছিল ৭.৯ শতাংশ।[৩]

এই প্রসঙ্গে এটাও উল্লেখযোগ্য যে ব্যাংক সম্পদ ও দেশের স্থূল অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (GDP) অনুপাত ২০০০-০১ সালে যেখানে ছিল ৪৮ শতাংশ, ২০০৪-০৫ সালে সেটা বেড়ে হয়েছিল ৮০

১। Economic Survey, Govt. of India, 2012-13 : A-4.
২। Economic Survey, 2012-13, A-10.
৩। Economic Survey, 2012-13, P-7.

Scanned with CamScanner

শতাংশ। এর প্রধান কারণ ছিল সুদের হার কমে যাওয়া। আমাদের দেশে পরিকল্পনাকালে সঞ্চয় যথেষ্ট বেড়েছে—অথচ সেই অনুপাতে উন্নয়ন হারের বৃদ্ধি হয়নি।

জাতীয় আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রগত পরিবর্তন ঃ কোনো দেশ যখন উন্নয়নের পথে এগিয়ে যায় তখন যে শুধু জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি হয় তা-ই নয়, সেই সঙ্গে জাতীয় আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রগত পরিবর্তনও (Sectoral change) পরিলক্ষিত হয় এবং প্রাথমিক ক্ষেত্রের (Primary Sector) অনুপাতে মাধ্যমিক ক্ষেত্রে (Secondary Sector) এবং তৃতীয় ক্ষেত্রে বা পরিষেবা ক্ষেত্রে (Tertiary or Services Sector)-এ উন্নয়ন হার বেশি হয়।

ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রথম ত্রিশ বছরে প্রাথমিক ক্ষেত্রে প্রথম দশকে যে হারে জাতীয় আয় বেড়েছিল পরবর্তী দশকে এবং সেই তুলনায় তৃতীয় দশকে সেটা কম হারে বেড়েছিল। মাধ্যমিক ক্ষেত্রেও জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার প্রথম দশকের তুলনায় দ্বিতীয় দশকে এবং দ্বিতীয় দশকের তুলনায় তৃতীয় দশকে বেড়েছিল। আশির দশকে জাতীয় আয়ের যা বৃদ্ধি হয়েছিল তাতেও তৃতীয় ক্ষেত্রের আনুপাতিক বৃদ্ধির হার বেশি। ১৯৯১ সালে অর্থনৈতিক সংস্কার প্রবর্তিত হবার পর প্রাথমিক ক্ষেত্রে বিশেষ করে কৃষিক্ষেত্রে সরকারি বিনিয়োগ কমে যায় ; তার ফলে জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উপাদান ব্যয়ভিত্তিক স্থূল অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের প্রকৃত বৃদ্ধির হার (real growth rate in GDP at factor cost) ২০০০-০১ সালে ছিল শূন্য এবং ২০০২-০৩ সালে ছিল –৬.৯ শতাংশ। ২০০৩-০৪ সালে অবস্থার কিছু উন্নতি হয়। ২০০৫-০৬ সালে কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে স্থূল অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের প্রকৃত বৃদ্ধির গড় হয়েছিল ২.৩ শতাংশ। অপরদিকে শিল্প ও পরিষেবা ক্ষেত্রে স্থূল অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের প্রকৃত বৃদ্ধির হার হয়েছিল (২০০৫-০৬ সালে) যথাক্রমে ৯.০ শতাংশ এবং ১১.১ শতাংশ। ২০১১-১২ সালে স্থূল অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ৬.৪ শতাংশ বেড়েছে বলে অনুমিত হয়েছে।

১৯৮০-৮১ সাল থেকে ১৯৯০-৯১ সাল পর্যন্ত ভারতের জাতীয় আয়ে প্রাথমিক ক্ষেত্র, মাধ্যমিক ক্ষেত্র এবং তৃতীয় ক্ষেত্রের অবদান ছিল যথাক্রমে ৩৪.৫ শতাংশ, ২৩.২ শতাংশ এবং ৪২.২ শতাংশ।

পরবর্তী দশকে জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রগত কাঠামোর উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছিল। জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে পরিষেবা ক্ষেত্রের অবদান ক্রমেই বেড়েছিল, কৃষিক্ষেত্রের অবদান ক্রমেই কমেছিল; শিল্পক্ষেত্রের অবদানও অল্প বেড়েছিল। ২০০০-০১ সাল থেকে ২০০৬-০৭ সালের মধ্যে জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে তৃতীয় ক্ষেত্র বা পরিষেবা ক্ষেত্রে অবদান ৪৯.৮ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ৫৫.১ শতাংশে এবং মাধ্যমিক ক্ষেত্র বা শিল্পক্ষেত্রের অবদান বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ২৫.৯ শতাংশ থেকে ২৬.৪ শতাংশে। অপরদিকে প্রাথমিক ক্ষেত্র বা কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের অবদান ২৪.৩ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়িয়েছিল ১৮.৫ শতাংশ।[৪] ২০০৯-১০ সালে জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে তৃতীয় ক্ষেত্র বা পরিষেবা ক্ষেত্রের অবদান ৫৭.৩ শতাংশ হয়েছিল বলে অনুমিত হয়েছিল।[৫] ২০০৪-০৫ সালের স্থির মূল্যস্তরে ২০১০-১১ সালে ভারতের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে কৃষি এবং প্রাথমিক ক্ষেত্রের অবদান ছিল ১৪.২ শতাংশ ; মাধ্যমিক ক্ষেত্রের ও পরিষেবা ক্ষেত্রের (নির্মাণকার্য সহ) অবদান ছিল যথাক্রমে ২২.৪ এবং ৬৩.৪ শতাংশ।

৪। Economic Survey, 2006-07, Government of India. P. 1.

Scanned with CamScanner

কৃষিক্ষেত্রে পরিবর্তন ঃ ভারতের প্রথম তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন আশানুরূপ বাড়েনি। কিন্তু ১৯৬৭-৬৮ সাল থেকে নতুন কৃষি উৎপাদন পদ্ধতি (New Agricultural Strategy) প্রবর্তিত হবার পর দেশে কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জিত হতে থাকে এবং দেশে সবুজ বিপ্লবের সূত্রপাত হয়।

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে **কৃষির আধুনিকীকরণ** (Modernisation of agriculture) ভারতের উন্নয়নশীল অর্থনীতিকে আরও জোরদার করেছে। কৃষিক্ষেত্রে রাসায়নিক সার প্রয়োগ, উচ্চ ফলনশীল বীজ রোপণ, জলসেচের ব্যাপক ব্যবস্থা, ট্র্যাক্টরের সাহায্যে উৎপাদন, কীটনাশক ওষুধের মাধ্যমে জমিতে উৎপাদন অক্ষত রাখা, কৃষিক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগত ঋণের (institutional credit) সম্প্রসারণ প্রভৃতি ব্যবস্থা দেশের কৃষি-অর্থনীতিতে উন্নত ধরনের কাঠামোগত পরিবর্তনের সৃষ্টি করেছে।

কিন্তু অর্থনৈতিক সংস্কারের কর্মসূচিতে কৃষিক্ষেত্র আপেক্ষিকভাবে অবহেলিত হয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে সরকারি বিনিয়োগ (বিশেষ করে জলসেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে) অনেক কমে গেছে, অথচ এক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগও আশানুরূপ বাড়েনি। স্বাভাবিকভাবেই দেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে কৃষিক্ষেত্রের অবদান অনেকটাই কমে যাচ্ছে। ১৯৫০-৫১ সালে জাতীয় আয়ে কৃষি-উৎপাদনের অবদান যেখানে ছিল ৬০ শতাংশ ২০০৬-০৭ সালে সেটা কমে দাঁড়ায় ১৮.৫ শতাংশ। একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষি উৎপাদনের গড় বৃদ্ধির হার হয়েছে ৩.২ শতাংশ। অথচ কৃষিক্ষেত্র থেকে অ-কৃষিক্ষেত্রে শ্রমিকদের নির্গমন যথেষ্ট কম হয়েছে। এখনও ভারতে শ্রমিকদের ৬০ শতাংশ প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। .

শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি ঃ অন্যান্য বহু উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় ভারত শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে এগিয়ে আছে। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় ভারত একদিকে গুরুভার ও মূলধনি শিল্পের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছিল। তার ফলে ভোগসামগ্রী শিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়। শিল্প-উৎপাদন বিভিন্ন দশকে সমান হারে বাড়েনি বটে, যেমন, দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনাকালে শিল্পোৎপাদন খুব বাড়লেও ষাটের দশকের মাঝামাঝি শিল্পক্ষেত্রে মন্দা পরিলক্ষিত হয়। তবুও সামগ্রিকভাবে দেশের শিল্প-কাঠামো অনেক উন্নত হয়েছে, শিল্পে বিদ্যুতের ব্যবহার বেড়েছে, মেসিনারির উৎপাদন যথেষ্ট বেড়েছে এবং সরকারি উদ্যোগে শিল্প-বিনিয়োগের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। অর্থনৈতিক সংস্কার চালু হবার পর ১৯৯১-৯২ সাল থেকে ২০১১-১২ সাল পর্যন্ত শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির গড় হার ছিল ৬.৭ শতাংশ। এই সময়ে দেশের অভ্যন্তরীণ জাতীয় উৎপাদনে গড় বৃদ্ধির হার ৬.৯ শতাংশ। শিল্প ক্ষেত্রের মধ্যে নির্মাণ (Construction) অন্তর্ভুক্ত করলে শিল্পোৎপাদনের হার ছিল ৭ শতাংশ। ২০০৯-১০ এবং ২০১১-১২ সালের এপ্রিল-ডিসেম্বরে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ২.৪ শতাংশ এবং ৩.৬ শতাংশ। তবে ভোগসামগ্রী (Consumer Goods) এবং স্থায়ী সামগ্রীর (Durable) উৎপাদন এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন মোটামুটিভাবে ভালো ছিল। মূলধন সামগ্রীর উৎপাদন ২০০৮ সালের এপ্রিল-ডিসেম্বরে ২২.৪ শতাংশ বাড়লেও ২০১১ সালে হয়েছিল –২.৯ শতাংশ।

অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর উন্নতি ঃ ভারতের জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রগত পরিবর্তন বিশ্লেষণে পরিলক্ষিত হয়েছে যে তৃতীয় ক্ষেত্র (Tertiary Sector) বা সেবামূলক ক্ষেত্রের অবদান ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে। তৃতীয় ক্ষেত্রে আয় বৃদ্ধি অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর প্রতিফলন হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। প্রথমে আমরা পরিবহন ব্যবস্থার উল্লেখ করতে পারি। ১৯৭০-৭১ সালে ভারতের ৩.৭১

Scanned with CamScanner

হাজার কিলোমিটার রেলওয়ে লাইনে বৈদ্যুতিকীকরণ করা হয়েছিল ; ১৯৮৮-৮৯ সালে এর পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ৮.৩৪ হাজার কিলোমিটার। পরবর্তীকালে রেলওয়ে অনেক সম্প্রসারিত হয়েছে। সড়ক পরিবহনেরও যথেষ্ট সম্প্রসারণ হয়েছে। অর্থনৈতিক পরিকাঠামো উন্নত হবার প্রধান উপাদান হচ্ছে কয়েকটি মূল শিল্প ; যেমন কয়লা, গ্যাস, বিদ্যুৎ, সিমেন্ট প্রভৃতির উৎপাদন বৃদ্ধি। তাছাড়া পেট্রোলিয়ামজাত সামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধিও গুরুত্বপূর্ণ। এ-সব ক্ষেত্রে পরিকল্পনাকালে যথেষ্ট উৎপাদন বেড়েছে। পরিকল্পনাকালে কলকাতায় এবং দিল্লিতে মেট্রো রেল স্থাপনও অর্থনৈতিক পরিকাঠামোকে বিশিষ্টতা দান করেছে। দেশের নগর উন্নয়ন (urban development), স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, বিশ্ববিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট, ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট, নতুন শহর নির্মাণ, আবাসন প্রকল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে দেশে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু সবক্ষেত্রে যে সাফল্য লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অর্জিত হয়েছে তা নয়। সমাজসেবা ও শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে কিছুটা সাফল্য অর্জিত হয়েছে বটে তবে নিরক্ষরতা দূরীকরণে পুরো সাফল্য এখনও অর্জিত হয়নি। শ্রমিকদের উৎপাদন দক্ষতা (skill) আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে।

ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কাঠামোগত পরিবর্তনের আরও দুটি দিকের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। একটি হল তথ্য প্রযুক্তির (Information Technology) ক্ষেত্রে ভারতের দ্রুত উন্নতি এবং অপরটি হল বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (Special Economic Zones) গঠন করা নিয়ে বিপুল আগ্রহ। তাছাড়া শহরায়ণ (Urbanisation) দ্রুতগতিতে বাড়ছে। দেশের বড় বড় শহরের আশেপাশে গ্রামাঞ্চল অথবা আধা-শহর অঞ্চলগুলি পুরোপুরি শহরে পরিণত হচ্ছে। অবশ্য বিশেষ আর্থিক অঞ্চলগুলি শিল্প উৎপাদন ও পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কিন্তু এজন্য একদিকে কর ছাড়ের জন্য সরাসরি রাজস্বের ঘাটতি বেড়ে যাওয়া এবং অপরদিকে বিপুল পরিমাণ কৃষিজমি অধিগ্রহণ করে এই অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলি গড়ে তোলার জন্য কৃষি উৎপাদনের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনাও আছে।

ভারতের আর্থিক ব্যবস্থা উন্নত দেশগুলির সঙ্গে তুলনীয় নয় ঠিকই,—তবে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে ভারত যে উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে যথেষ্ট অগ্রণী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

যে কোনও স্বল্পোন্নত দেশ উন্নয়নের পথে অগ্রসর হতে থাকলে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কাঠামোগত পরিবর্তন হয়, ভারতের ক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছে। তবে ভারতীয় অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তনের একটি বৈশিষ্ট্য হল স্বাধীনতার পর প্রথম চার দশকে অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনের ধারা এবং পরবর্তী সময়ের (অর্থনৈতিক সংস্কার প্রবর্তিত হবার পর) অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ধারা এক ধরনের নয়।

Scanned with CamScanner

ক্ষেত্রে যথেষ্ট সক্ষমতা থাকা চাই। এজন্য কৃষিক্ষেত্রে প্রযুক্তিবিদ্যা সম্পর্কিত সংস্কারের (Technological Reforms) প্রয়োজন। ভূমিসংস্কারের গুরুত্ব ও প্রয়োজন সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু দেখতে হবে ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে উৎসাহের আতিশয্যে কৃষিক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যাগুলি মৌল সমাধানের জন্য যা কিছু প্রয়োজন, তা যেন উপেক্ষা করা না হয়।

ভূমি সংস্কারের পক্ষে অন্যতম প্রধান যুক্তি হল, বাড়তি জমি হস্তগত করে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে তা বণ্টন করে দিলে বড়ো কৃষক ও গরিব কৃষকদের মধ্যে আয় ও ধনের বৈষম্য অনেকটা দূর করা সম্ভব হয় এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়। ভারতের ভূমিসংস্কার নীতিতে এই উভয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয়েছে। ভূমিহীন কৃষকদের নতুন জমি প্রদান করলে বিভিন্ন পরিমাণে উদ্বৃত্ত জনশক্তির কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়; বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে বেকার কৃষকদের উৎপাদনের কাজে নিয়োগ করা সম্ভব হয়। এই ব্যবস্থায় দেশে কৃষির উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব নয়, কারণ শুধু যে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে নতুন জমির বণ্টন করে তাদের বিনিয়োগ-স্পৃহা এবং উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা বাড়িয়ে দেওয়া হয়, তা নয়। সরকার এমন নিয়মও চালু করতে পারে যে, যাদের নতুন জমি দেওয়া হবে তারা সমবায় খামারের মাধ্যমে এবং সরকারের সহযোগিতায় সার ও উচ্চ ফলনশীল বীজ ব্যবহার করে জমি চাষ করবে। ছোট চাষিদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বড় সমস্যা হচ্ছে উপযুক্ত পরিমাণ সার ও ভালো বীজ সংগ্রহ করা, বিনিয়োগ করার মতো অর্থের ব্যবস্থা করা এবং জলসেচের সুবিধা লাভ করা। তাছাড়া, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে চাষের অন্যান্য উপকরণ (যেমন অথবা ট্রাক্টরের ব্যবস্থা প্রভৃতি) সংগ্রহ করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। এই সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারলে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়ে এবং তখনই ভূমি সংস্কার অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি বৃদ্ধিতে পুরোপুরি সহায়ক হতে পারে।

প্রশ্ন ৬.২। ভারতে ভূমি সংস্কারের উদ্দেশ্যগুলি কী কী? [C.U. 2013; B.U. 1997]
এই উদ্দেশ্যগুলি কতদূর সফল হয়েছে? [C.U. 2004, 2002]
অথবা, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও প্রজাকৃষকের প্রতি সামাজিক ন্যায়বিচার সুনিশ্চিতকরণের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের ভূমি সংস্কারের উদ্দেশ্য আলোচনা কর। [N.B.U. 2006]

উত্তর। ভারতের ভূমিসংস্কারের উদ্দেশ্য (Objectives of Land Reforms in India) ঃ ভূমিসংস্কারের প্রধান উদ্দেশ্য হল জমির মালিকানা ও বিলি ব্যবস্থার এমন পরিবর্তন করা যাতে সামগ্রিকভাবে কৃষি-উৎপাদন বাড়ে ও কৃষির উন্নয়ন হয় এবং সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। ভূমি সংস্কারের অপর একটি উদ্দেশ্য হল কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন সক্ষমতা (Productive efficiency) বাড়ানো এবং সেই সঙ্গে সামাজিক ন্যায় (Social justice) সুপ্রতিষ্ঠিত করা। যারা ভূমিহীন এবং কৃষিশ্রমিক, তাদের হাতে যদি জমির মালিকানা প্রদান করা যায় তবে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে বলে ধরে নেওয়া হয়। এজন্য যারা বড় বড় জোতদার তাদের জমির উপর সর্বোচ্চ সীমা আরোপ করে উদ্বৃত্ত জমি পুনর্বণ্টন করা হল ভূমি সংস্কারের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় এবং এই ব্যবস্থা প্রয়োগের মাধ্যমে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করাই ভূমি সংস্কারের উদ্দেশ্য। গ্রামাঞ্চলে অর্থনৈতিক শক্তি যাতে মুষ্টিমেয় জোতদারদের হাতে কেন্দ্রীভূত না থাকে সেজন্যই সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা ভূমি সংস্কারের অন্যতম উদ্দেশ্য হিসাবে বিবেচিত হয়। গ্রামাঞ্চলের উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করার জন্য অর্থাৎ সেই উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তির জন্য কর্মসংস্থানের

Scanned with CamScanner

ব্যবস্থা করার উপায় হিসাবেও ভূমি সংস্কারের প্রয়োজন আছে এবং এটাও ভূমি সংস্কারের অন্যতম উদ্দেশ্য।

ভারতে ভূমি সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য হল—(১) গ্রামাঞ্চলে ভূমিহীন কৃষকদের হাতে জমির মালিকানা প্রদান করা, (২) জমিদারি প্রথা পুরোপুরি উচ্ছেদ করা এবং এই উদ্দেশ্যে একটি নির্দিষ্ট ঊর্ধ্বসীমার উপরে কারোর হাতে জমির মালিকানা না রাখা, (৩) প্রজাদের জমির উপর স্বত্ব সুনিশ্চিত করা এবং সেই সঙ্গে মধ্যস্বত্বাধিকারের বিলোপ করা, (৪) বর্গাদারদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা এবং (৫) জোতের ঊর্ধ্বতন সীমার উপর যে জমি রয়ে গেছে তা অধিগ্রহণ করে সরকার কর্তৃক জমির পুনর্বণ্টন করা যাতে কৃষি শ্রমিকদের হাতে জমির মালিকানা তুলে দেওয়া যায়। কৃষক জমিতে যা উৎপাদন করে, তার একটি অংশ যাতে তারা পায় সেটা সুনিশ্চিত করাও ভূমি সংস্কারের একটি উদ্দেশ্য। ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে জমির নতুন মালিকদের যে নিজের জমিতে উৎপাদন বাড়াবার প্রেরণা আসে, তার সদ্ব্যবহার করার জন্য সরকার কর্তৃক উৎপাদন বাড়াবার মতো উচ্চফলনশীল বীজ, সার, জলসেচের সুবিধা প্রভৃতি দেওয়া দরকার। কারণ, ভূমি সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য হল, একদিকে কৃষির উৎপাদন বাড়িয়ে ও কৃষিক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়িয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করা এবং অপরদিকে জমির পুনর্বণ্টন করে ও ভূমিহীন কৃষকদের জমির মালিকানা দিয়ে সামাজিক ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করা এবং উৎপাদন বাড়াবার জন্য তাদের উৎসাহিত করা।

ভারতের সব রাজ্যে ভূমি সংস্কারের উদ্দেশ্যগুলি পুরোপুরি সিদ্ধ হয়নি। সাধারণভাবে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ সব রাজ্যেই করা হয়েছে। কিন্তু এখনও বিহার, ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে বেনামিতে জমি হস্তগত ক'রে বড় বড় জোতদাররা গ্রামীণ অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। পশ্চিমবঙ্গে বর্গাদারদের স্বার্থসংরক্ষণ করে অপারেশন বর্গা প্রচলিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালা ছাড়া অন্যান্য রাজ্যে বর্গাদারদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও প্রজাস্বত্বের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়নি। অন্ধ্রপ্রদেশ এবং জম্মু ও কাশ্মীরে ভূমি সংস্কারের কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে। উদ্বৃত্ত জমির পুনর্বণ্টন করা ভূমি সংস্কারের আরেকটি উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যও পুরোপুরি সিদ্ধ হয়নি। সমবায় খামারের সম্প্রসারণ করা জমির পুনর্বণ্টনের কর্মসূচির সঙ্গে জড়িত। কিন্তু ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে সমবায় খামারের সম্প্রসারণ আশানুরূপ হয়নি। খাজনা বা ভূমিরাজস্ব হ্রাস করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজ্যে কিছু কিছু ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। সামগ্রিকভাবে ভূমি সংস্কারের ঈপ্সিত উদ্দেশ্যগুলি পুরোপুরি সিদ্ধ হয়নি। ভূমি সংস্কারের উদ্দেশ্যগুলি পূরণ করার জন্য যে-সব ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে তার মূল্যায়ন করলেই বোঝা যায় যে ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা এবং সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে ভারতের ঈপ্সিত লক্ষ্য সিদ্ধ হয়নি।

প্রশ্ন ৬.৩। ভারতে ভূমিসংস্কার কতটা সফল হয়েছে?
ভূমি সংস্কার ব্যবস্থা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়ের সঙ্গে কীভাবে জড়িত? অথবা, ভারতে ভূমি সংস্কারের সীমিত অগ্রগতির প্রকৃতি ও ব্যর্থতা আলোচনা কর।

[C.U. 2012]

উত্তর। ভারতে ভূমিসংস্কার ব্যবস্থার মূল্যায়ন (Evaluation of Land Reforms in India) ঃ

Scanned with CamScanner

লিক হয় তখন যদি উৎপাদন বাড়াবার জন্য তাদের প্রয়োজনীয় উপাদান (inputs) সরবরাহে সাহায্য করা হয়, তবে ভূমি সংস্কার কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কার্যকর হয়। ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশে সক্রিয় উদ্যোগ পরিলক্ষিত না হলেও পশ্চিমবঙ্গ এবং কেরালায় ভূমি সংস্কারের ব্যাপারে অগ্রগতি হয়েছে।

সরকার কর্তৃক কৃষি উৎপাদন বাড়াবার জন্য যে সব ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে তার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়েছে 'সবুজ বিপ্লবে'র ক্ষেত্রে। বিদ্যুৎচালিত যন্ত্রপাতির সাহায্যে মূলধন-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতি (capital-intensive method of production) প্রয়োগ করে এবং উপযুক্ত পরিমাণ সার প্রয়োগ ও জলসেচের ব্যবস্থা করে উৎপাদন বাড়াবার চেষ্টা চলেছে বটে, তবে অধিকাংশ কৃষকের পক্ষে সেটা ব্যয়সাধ্য। এজন্য সরকারকে ভরতুকি দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসতে হয়েছে।

একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় **জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা মিশন** (National Food Security Mission) গঠিত হয়েছিল। ধান, গম ও অন্যান্য খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়ানোই এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন ৫.৪। ভারতীয় কৃষির স্বল্প উৎপাদনশীলতার কারণ কী? কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা কীভাবে বাড়ানো যেতে পারে? [N.B.U. 2002 ; C.U. 1998]

উত্তর। এই প্রশ্নের প্রথম অংশটির উত্তর ৫.২ নং প্রশ্নের উত্তরের প্রথম অংশে দেওয়া হয়েছে।

● **কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা কীভাবে বাড়ানো যেতে পারে** (How to raise Agricultural productivity) :

(১) ভারতে কৃষির উৎপাদন শক্তি বাড়াবার জন্য প্রথম প্রয়োজন হল জমির উপবিভাজন (Subdivision) বন্ধ করা এবং কৃষিজোতের বিখণ্ডনের পরিবর্তে সংহতিসাধন করা (Consolidation of land-holdings)। জমির উপবিভাজন ও বিক্ষিপ্তকরণ কমাবার জন্য বিভিন্ন জমি একত্রীকরণ করে সমবায় খামার (Co-operative Farming) সম্প্রসারিত করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে জমির উপবিভাজন এবং বিক্ষিপ্তকরণ দূর করে জমির সংহতিসাধন করলে যে তাতে বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক চাষ প্রবর্তন করা সম্ভব সেটা কৃষকদের বোঝাতে হবে। সরকারই এই দায়িত্ব নিতে পারে। কৃষকদের মধ্যে জমির পারস্পরিক বিনিময়ের মাধ্যমে জমির বিক্ষিপ্তকরণ দূর করা যায়। ট্র্যাক্টরের সাহায্যে জমিতে চাষ করতে হলে জমির উপবিভাজন ও বিক্ষিপ্তকরণ কমানো দরকার, এবং সেটা কমাতে পারলে কৃষিক্ষেত্রে বিনিয়োগ করার জন্য সরকারের দিক থেকে অধিকতর পরিমাণ অর্থসাহায্য পাওয়া যাবে,—কৃষকদের এমন একটি শর্ত সরকারের দিক থেকে প্রদান করা উচিত। কৃষকদের বোঝাতে হবে যে জমির উপবিভাজন ও বিখণ্ডন দূর করতে পারলে একর প্রতি উৎপাদন ব্যয় অনেক কমে যাবে এবং আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে কৃষি-উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হবে।

(২) জমিতে যাতে উপযুক্ত পরিমাণ রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা হয় (বেশিও নয়, কমও নয়) এবং উচ্চফলনশীল বীজ (seeds of high yielding variety) রোপণ করা হয় ও কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগ করা হয় তা সুনিশ্চিত করা দরকার। কৃষকরা যাতে ন্যায্যমূল্যে নাইট্রোজেন, ফসফেটিক ও পটাশিক সার প্রভৃতি পেতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। জমিতে কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগ করার ব্যবস্থা করতে হবে।

(৩) কৃষির উপর জনসংখ্যার চাপ কমাতে হবে এবং কৃষিক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তিকে গ্রামীণ শিল্প,

Scanned with CamScanner

নির্মাণকার্য এবং উৎপাদনমূলক সম্পদ (productive assets) সৃষ্টির কাজে নিয়োগ করার ব্যব করতে হবে।

(৪) দেশের সর্বত্র যাতে জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করা হয়, সেদিকে আরও বে গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। বিদ্যুৎচালিত পাম্পসেটের সাহায্যে যাতে জলসেচের সম্প্রসারণ হ সেই ব্যবস্থা করা দরকার।

(৫) কৃষকদের অজ্ঞতা ও অশিক্ষা দূর করা, কৃষিজাত পণ্যাদির বিপণন ব্যবস্থার উন্নতি করা এ কৃষকরা যাতে উপযুক্ত পরিমাণে ব্যাংক ও সমবায় সমিতির কাছ থেকে ঋণ পেয়ে সেই ঋণের টা যথাযথভাবে কৃষির উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

(৬) কৃষির উন্নয়নের জন্য উন্নত ধরনের কলাকৌশল যাতে আরও ব্যাপকভাবে প্রযুক্ত হয় সেজন উন্নত ধরনের সরঞ্জাম ও ট্র্যাক্টরের সাহায্যে কৃষি উৎপাদনের হার বাড়ানো যেতে পারে। আর্থি অসংগতি যাতে তার বাধা না হয়ে দাঁড়ায় সেই ব্যবস্থা করতে হবে।

(৭) আমাদের কৃষিব্যবস্থার উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য সার্বিক ভূমিসংস্কারের প্রয়োজন জমির পুনর্বণ্টনের মাধ্যমে এবং ভূমিহীন কৃষকদের জমির মালিকানা প্রদানের মাধ্যমে তাদের মধ্যে উৎপাদন বাড়াবার অনুপ্রেরণা আনতে হবে এবং সেই সঙ্গে দেখতে হবে যেন উৎপাদন বাড়াবার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানের সরবরাহ অব্যাহত থাকে।

(৮) কৃষি-উৎপাদন যাতে শুধু জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ফসল উৎপাদনে (subsistence farming) আবদ্ধ না থেকে বাণিজ্যিক ও লাভজনক উৎপাদনে (commercial and profitable farming) রূপান্তরিত হয় সেজন্য চেষ্টা চালাতে হবে। বহুফসলি উৎপাদন ব্যবস্থা (Multiple cropping) যাতে প্রবর্তিত হয় সেজন্য ফসল উৎপাদনের ধারা (pattern of cropping) পরিবর্তিত করতে হবে। সেই সঙ্গে দেখতে হবে যেন খাদ্যশস্য উৎপাদন এবং বাণিজ্যিক শস্য (commercial crop) উৎপাদনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকে। দেশের অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতার স্বার্থে এই দুই ধরনের ফসলই উৎপাদন করতে হবে, তবে নগদ অর্থ প্রাপ্তির আশায় খাদ্যশস্যের উৎপাদনকেও অবহেলা করা উচিত হবে না। এজন্য যেটা সবচেয়ে জরুরি তা হল একই জমিতে সারা বছর ধরে ফসল উৎপাদন করা যাতে কোনো জমিতে অন্তত বছরে তিনটি ফসল উৎপাদিত হয়। এজন্য জলসেচ ব্যবস্থার ব্যাপক সম্প্রসারণ এবং জমিতে উপযুক্ত সার প্রয়োগের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন।

প্রশ্ন ৫.৫। কৃষিজোতের আয়তনের সঙ্গে কৃষির উৎপাদনশীলতার বিপরীত সম্পর্ক নিয়ে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা কর।

অথবা, জোতের আয়তন ও কৃষির উৎপাদনশীলতার সম্পর্ক বিচার কর। এ সম্পর্কে ভারতে যে বিতর্ক রয়েছে সে সম্পর্কে তোমার অভিমত দাও। [C.U. 2002, 2004]

উত্তর। কৃষিজোতের আয়তন এবং উৎপাদনশক্তির মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক (Inverse relationship between farm size and productivity) **নিয়ে বিতর্ক ঃ**

কৃষিজোতের আয়তন এবং বিঘা প্রতি অথবা একর প্রতি উৎপাদনের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে ষাট ও সত্তরের দশকে ভারতীয় অর্থনীতিবিদদের মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। ষাটের দশকের গোড়ায় ভারত সরকারের (Farm Management Survey) প্রদত্ত পরিসংখ্যানে বলা হয়েছিল যে বড় আয়তনের কৃষিজোতের তুলনায় ছোট আয়তনের জোতে বিঘা প্রতি উৎপাদন বেশি হয়।

Scanned with CamScanner

PAPER - III

* ① ভারতীয় অর্থনীতিতে সবুজ বিপ্লবের ফলাফল আলোচনা কর। (149) 149-150 (6.3.2) - 154

* ② দারিদ্র রেখা বলতে কি বোঝায়? ভারত সরকার কতৃক গৃহীত দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচীগুলি আলোচনা কর। এই কর্মসূচীগুলির সার্থকতা সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত কর। (2+8+6) (4.4+4.7+4 → 44 → 100)

* ③ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ঋণ নিয়ন্ত্রন পদ্ধতিগুলি আলোচনা কর। (16) 15.4.2.2. - 414-417

* ④ ভারতের বৃহৎ শিল্পের অর্থযোগানের উৎসগুলি আলোচনা কর। ভারতের ক্ষুদ্র আয়তন শিল্পের অর্থসংস্থানের ক্ষেত্রে কী কী ধরনের সমস্যা দেখা যায় (8+8) নন্দী P⇒355 13.1
P⇒372 13.2.2
Imp

* ⑤ ভারতীয় অর্থনীতিতে সরকারী ক্ষেত্রের ভূমিকা আলোচনা কর। (16) 306

⑥ ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির সাফল্য ব্যর্থতা সম্পর্কে আলোচনা কর। [2018]

V.V.Imp
* ⑦ ভারতে ভূমিসংস্কারের উদ্দেশ্যগুলি কি কি? এই ব্যবস্থা তার লক্ষ্যে উল্লিখিত অর্জন করতে কতটা সফল হয়েছে? গুপ্ত P⇒109 6.2+6.3
Imp

T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	FEB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	•	•	•	2018

Scanned with CamScanner

(৮) ভারতীয় কৃষিতে স্বল্প উৎপাদনশীলতার কারণগুলি উল্লেখ কর। (16)

(৯) ভারতীয় কর কাঠামোতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের আপেক্ষিক গুরুত্ব আলোচনা কর। (16) [2018]

* (১০) ভারতের কেন্দ্র ও ~~কর্তৃত্বের~~ ~~সঙ্গে~~ রাজ্যের মধ্যে রাজস্ব বন্টনের বর্তমান ব্যবস্থা পর্যালোচনা কর। (16)
Imp
গুপ্ত P⇒449 23·15

* (১১) পরিকল্পনাকালে ভারতের জাতীয় আয়ের গঠনগত দিকের পরিবর্তনের বিষয়ে একটি টীকা লিখুন। (16)
Imp
গুপ্ত P⇒18 (2·2)

(১২) ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চ হারের কারণগুলি কি কি? ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলাফলগুলি ব্যাখ্যা করুন।
8+8/16

(১৩) মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ভূমিকা আলোচনা কর। [2018]

* (১৪) ভারতে শিল্প বিরোধের কারণগুলি কি কি? এই বিরোধ মীমাংসার জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাসমূহের সমালোচনামূলক আলোচনা কর।
Imp
গুপ্ত P⇒225 15·5

(১৫) ভারতের লেনদেন ব্যালান্সের বর্তমান প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

Scanned with CamScanner

(১৬) ভারতের কেন্দ্র-রাজ্য আর্থিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিরোধের কারণগুলি ব্যাখ্যা করুন। এই প্রসঙ্গে ভারতের ত্রয়োদশ-অর্থ-কমিশনের সুপারিশগুলি আলোচনা কর।

(১৭) ভারতে আয় বৈষম্যের কারণগুলি কি কি? ভারতে আয় বৈষম্য কমাতে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে আলোচনা করুন। [২০১৪]

(১৮) ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যার রূপান্তর সংক্রান্ত তত্ত্বটি আলোচনা করুন।

* (১৯)* ভারতে কৃষির অগ্রগতির ক্ষেত্রে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অবদান সম্পর্কে টীকা লিখুন। Imp

গুপ্ত P⇒95 5·6

(২০)* অর্থনৈতিক উদারীকরণের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের শিল্পের স্থানের ক্ষেত্রে কী পরিবর্তন হয়েছে সংক্ষেপে টীকা লিখুন।

(২১) বিক্রয়যোগ্য ও বিক্রিত উদ্বৃত্তের পার্থক্য করুন। অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্তের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

* (২২)* সমবায় চাষের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি আলোচনা করুন। গুপ্ত P⇒126 7·3 Imp

(২৩) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প কাকে বলে? ভারতে ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পের ভূমিকা আলোচনা কর।

Scanned with CamScanner